কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 26 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রলীগের সম্মেলনে শেখ হাসিনা

ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কাজ নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রে সংগঠনের তিন মূলনীতি—শিক্ষা, শান্তি, প্রগতির আদর্শ ধারণ করে নেতাকর্মীদের রাজনীতি করার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ছাত্রলীগের ২৮তম সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে বক্তব্য দেওয়ার সময় এ আহ্বান জানান। গতকাল শনিবার সকালে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দুই দিনব্যাপী ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলন শুরু হয়েছে।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন, 'ছাত্রলীগের প্রত্যেকটা নেতাকর্মীকে আদর্শ নিয়ে গড়ে উঠতে হবে। ছাত্রলীগের আদর্শ—শিক্ষা, শান্তি, প্রগতি। শিক্ষা না থাকলে কোনো জাতি দারিদ্র্যমুক্ত

▶▶ পৃষ্ঠা ৫ ক. ১

সমঝোতা নয়, ভোটেই নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন ▶ পৃষ্ঠা ১৬

ছবি : বাসস

গতকাল ছাত্রলীগের ২৮তম জাতীয় সম্মেলনে শেখ হাসিনা।

ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কাজ নয়

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। দারিদ্র্যমুক্ত জাতি তখনই গড়তে পারব যখন এ দেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে। তাই শিক্ষার ওপর আমরা সব থেকে বেশি জোর দেই। এটি ছাত্রলীগকে মনে রাখতে হবে। আমি ছাত্রলীগের হাতে খাতা, কলম, বই তুলে দিয়েছিলাম। লেখাপড়া সবার আগে, লেখাপড়া করতে হবে, লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে হবে। ঠিক তেমনি নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রেও যারা মেধাবী, নিয়মিত ছাত্র, পড়াশোনায় মনোযোগী তাদেরই নির্বাচিত করতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যেকোনো দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত শান্তিপূর্ণ অবস্থান। শান্তি ছাড়া প্রগতির পথে এগোনো যায় না। শান্তিই দিতে পারে একটি দেশকে সমৃদ্ধ করার পথ।' বিরোধী রাজনৈতিক জোটের নানা সহিংসতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তাদের নানা প্রতিবন্ধকতাকে মোকাবিলা করে আমরা চেয়েছি যেন বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় থাকে। তাই ছাত্রলীগকে মনে রাখতে হবে, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বজায় থাকে।'

ছাত্রলীগকে আদর্শভিত্তিক রাজনীতি করার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি বারবার বলব, ছাত্ররাজনীতি হতে হবে আদর্শভিত্তিক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল একটি আদর্শের ওপর ভিত্তি করে। সে আদর্শ, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য, মুক্তিযুদ্ধের যে ত্যাগের শিক্ষা, সে শিক্ষা আমাদের আগামী দিনের প্রত্যেকটা নেতাকর্মীর গ্রহণ করতে হবে।'

ছাত্রলীগের তিন মূলনীতি বাস্তবায়নের ওপর জোর দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'শিক্ষা, শান্তি, প্রগতি—এই মূলনীতির ওপরে কোনো কথা থাকতে পারে না। কাজেই ছাত্রলীগের প্রত্যেকটা নেতাকর্মীকে এ আদর্শ নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। আমরা সেভাবে দেশকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। কারণ আজকে যারা ছাত্রলীগের নেতৃত্বে বা আগামী দিনে যারা নেতৃত্বে আসবে, মনে রাখতে হবে সেখান থেকেই একদিন মূল সংগঠন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আসবে। রাষ্ট্র পরিচালনায় এই সংগঠনের নেতাকর্মীরাই তো আগামী দিনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। তারা যদি সুশিক্ষায় সুশিক্ষিত না হয়, তবে কিভাবে এই ভূমিকা রাখবে বা দেশকে নেতৃত্ব দেবে?'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অশিক্ষিত নেতৃত্ব দেশকে কী দিতে পারে তার নমুনা তো আমরা স্বাধীনতার পর ২১ বছর অথবা ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দেখেছি। তারা তো হাজার হাজার [illegible] মানুষকে কিছু দিতে পারে নাই। আমার প্রশ্ন, আমরা যদি পারি দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে, তবে অন্যরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি কেন? পারেনি কারণ সেখানে শিক্ষার অভাব, দূরদৃষ্টির অভাব। সেখানে কোনো ভিশন নেই, কোনো স্বপ্ন নেই, কোনো লক্ষ্য নেই। একটি লক্ষ্যহীন জাতি এগিয়ে যেতে পারে না।'

সম্মেলনে বক্তব্যে ছাত্রজীবনে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হতে না পারার দুঃখের কথা জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ছাত্রলীগের আজকে যারা নেতৃত্বে তারাই তো আগামী দিনে দেশের চালিকাশক্তি হবে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আসবে। আমরা যারা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আছি, আমরাও কিন্তু ছাত্রলীগ করেই আজ নেতৃত্বে এসেছি।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি নিজেও ছাত্রলীগের একজন কর্মী ছিলাম। নেতা হওয়ার সুযোগ হয়নি আমার কখনো। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে কখনো আমাকে একটি সদস্য পদও দেওয়া হয়নি। এটা আমার একটা দুঃখ, আমি প্রতিবারই বলি, স্মরণ করি।'

ছাত্রলীগে নিজের অবদানের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশের চরম দুঃসময়ে প্রতিটি আন্দোলনেই রাজপথে ছিলাম। স্কুলের গেট বা ওয়াল টপকে মিছিলে যোগ দিতাম। কলেজেও সেভাবে যোগ দিয়েছি। আজকে যেটা বদরুন্নেছা কলেজ, সেটা ইডেন ইন্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজ ছিল। সে কলেজে আমি ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির একজন সামান্য সদস্য ছিলাম।'

সম্মেলনে নেতৃত্ব নির্বাচনের দিকনির্দেশনা দিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, 'ছাত্রলীগের নেতৃত্ব সম্পূর্ণ ভোটে নির্বাচিত হবে। এটা কেউ ঠিক করে দেবে না। যারা কাউন্সিলর তারা যাকে চাইবে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে। গণতান্ত্রিক ধারা যেটা ছাত্রলীগ শুরু করেছে, সেটা অব্যাহত থাকবে। শুধু এটাই বলব,' নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ছাত্রলীগের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সামনে রেখে নেতৃত্ব দিতে পারে, মেধাবী এবং নিয়মিত ছাত্রছাত্রী যেন নির্বাচিত হতে পারে, এই বিষয়গুলোতে নজর রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি।'

মেয়াদ শেষের দুই বছর পর কাউন্সিল হওয়ায় ছাত্রলীগের নেতাদের বয়সসংক্রান্ত জটিলতার বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি ছাত্রলীগের একটি বয়স সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম—২৭ বছর। নিয়মিত শিক্ষার্থী যারা তারাই নেতৃত্বে আসবে। যেহেতু দুই বছর নষ্ট হয়ে গেছে। তাই গ্রেস পিরিয়ড তো দিতে [illegible] কাজেই সেটা এখন ২৯ বছর হয়ে গেল। নেতাদের বয়স ২৯ বছরের মধ্যেই থাকতে হবে।'

সম্মেলনে বক্তব্যে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'ছাত্রলীগ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছে। বঙ্গবন্ধু সে সময়ে প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যেসব কথা বলতে পারতেন না সেসব কথা ছাত্রলীগ সভা-সমাবেশে বলত। স্বাধীন দেশেও ছাত্রলীগের প্রশংসনীয় ভূমিকা দেখা গেছে। এ ভূমিকা ধরে রাখতে হবে।'

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো ছাত্রসংগঠন আছে, যা ছাত্রলীগের সঙ্গে তুলনীয়? নেই বললেই চলে।' তিনি বলেন, 'আমাদের এখানে ছাত্রদের রাজনীতির প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন থাকবে। আমি আশা করি, ছাত্রলীগ আরো এগিয়ে যাবে। আগামী দিনে নির্বাচনে হোক বা আন্দোলনে হোক, ছাত্রলীগ আগের মতোই ভূমিকা রাখবে।'

ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, 'আগামী দিনে শেখ হাসিনার স্বপ্ন বাস্তবায়নে চেঞ্জমেকার হবেন কারা? চেঞ্জমেকার হবে ছাত্রলীগ। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে ছাত্রলীগকে উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে হবে।'

সম্মেলনে ছাত্রলীগের বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম নিজের ক্ষোভের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'ছাত্রলীগ এতিমদের সংগঠন। ছাত্রলীগ পলিটিক্যালি এতিমদের সংগঠন। কেউ ছাত্রলীগের খোঁজখবর রাখে না। নেত্রী (শেখ হাসিনা) আপনি ছাড়া ছাত্রলীগের কেউ খোঁজ রাখে না।'

সম্মেলন এলে কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতার তৎপরতার প্রতি ইঙ্গিত করে নাজমুল বলেন, 'সম্মেলনকে কেন্দ্র করে অনেকের ব্যক্তিত্বের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এরপর দুধের মাছিরা আবার দুধে মিলিয়ে যায়।'

নাজমুল আরো বলেন, 'ছাত্রলীগ কখনো কখনো কলম-সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে। বিভিন্ন সময় অনুপ্রবেশকারীরা সংগঠনকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করেছে। গত চার বছরে ৬০০ সদস্যকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।'

সম্মেলন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রলীগের সভাপতি এইচ এম বদিউজ্জামান। বক্তব্য দেন ছাত্রলীগের সহসভাপতি জয়দেব নন্দী ও সুমন কুন্ডু।

সম্মেলনের কাউন্সিল অধিবেশন আজ রবিবার সকাল ১০টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রায় তিন হাজার [illegible]